বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ সকল মুসলমান মনে করেন 'হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।' যিনি তা মানবেন না তিনি আর মুসলমান থাকবেন না। মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশে নতুন করে এই আইন পাশ করার অর্থ হচ্ছে এতকাল বাংলাদেশের মুসলমানরা যেন এই কথাটি মানতেন না। পাকিস্তানের আদলে এই আইনটি প্রণয়নের অর্থ হচ্ছে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। যারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী নন তাদের কেন এটা মানতে বাধ্য করা হবে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী? এটা মানতে গেলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকবে না, বৌদ্ধ বা খৃস্টানরা ধর্মচ্যুত হবেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে ৫ম সংশোধনীর দ্বারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর '৭২-এর সংবিধান থেকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ খারিজ করে দিয়েছেন। জিয়ার হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর উত্তরসূরী জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এসে ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে মৌলবাদের উত্থান এবং সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ক্ষেত্র প্রশস্ত করেছেন। ২০০১ সালে জামাতের সঙ্গে জোট বেঁধে বিএনপি ক্ষমতায় এসে প্রায় একশত জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠনের জন্ম দিয়েছে। জঙ্গী মৌলবাদীরা শত শত গ্রেণেড বোমা হামলা চালিয়ে হত্যা করেছে আইভী রহমান ও শাহ এএমএস কিবরিয়ার মতো দেশবরেণ্য রাজনীতিবিদদের, আহত করেছে আপনাকে সহ শত শত রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের। হত্যা করা হয়েছে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের মতো বরেণ্য লেখককে, গোপালকৃষ্ণ মুহুরির মতো বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদসহ বিচারক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিকর্মী ও আইনজীবী ও নিরীহ মানুষদের। জঙ্গী মৌলবাদীদের একটি অংশের সঙ্গে চুক্তি করে ক্ষমতায় গিয়ে আওয়ামী লীগ বা ১৪ দলের পক্ষে কখনোই ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়।

জঙ্গী মৌলবাদী শাইখুল হাদিস আজিজুল হকদের খেলাফত মজলিসের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর একদিকে আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করেছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনুসারী নাগরিকদের ক্ষুব্ধ ও হতাশ করেছে; অপরদিকে ফতোয়াবাজরা এতে উল্লসিত হয়েছে, জঙ্গী মৌলবাদের উত্থান ও বাংলাদেশের তালেবানিকরণের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

আমরা ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও মানবতার স্বার্থে অবিলম্বে ৫ দফা স্মারক চুক্তি প্রত্যাহারের জন্য আপনার নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা চাই আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও ১৪ দল জঙ্গী মৌলবাদ দমন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত রাষ্ট্র গঠনসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে যাবে। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমরা অতীতের মতো সব সময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক দলসমূহের সহায়ক শক্তির দায়িত্ব পালন করব।

নাগরিক সমাজের পক্ষে——